দৈনিক বাংলা
তারিখ ...0.6 MAY 1995 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

অভিভাবক শিক্ষক ও বোর্ডের কর্মচারী —

১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক কথা উঠেছে। পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কার নয়, এবারের বড় খবর হচ্ছে— পরীক্ষা দেয়া নিয়ে। এবার হাজার হাজার পরীক্ষার্থী ফরম পূরণ করেছিল। টাকা দাখিল করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার হলে প্রবেশপত্র পায়নি। তারা পরীক্ষা দিতে পারেনি। প্রতিদিন এদের খবর প্রকাশিত হচ্ছে সংবাদপত্রে। এ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের খবরও আছে বিভিন্ন শহরে।

খবর হচ্ছে— পরীক্ষার ফরম পূরণ করে ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে পারেনি। সুতরাং ক্ষেপেছেন অভিভাবকেরা। মিছিল করেছেন আত্মীয়-স্বজনেরা। ভাঙচুর করেছেন, ঘেরাও করেছেন বোর্ড অফিস।

কিন্তু কেন? এবার এমন ঘটল কেন? ইতিপূর্বে এমন ঘটনা ঘটেনি। এবার দেশের চারটি বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮ লাখ। এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ল কেন? সবকিছুই কি আকস্মিক? সব কিছুর জন্য দায়ী কি বোর্ড কর্তৃপক্ষ?

অভিভাবক এবং শিক্ষকদের কি কোন দায়ই নেই? কোন পটভূমিতে এ ঘটনা ঘটেছিল তা কি কারো অজানা? প্রকৃতপক্ষে জেনেশুনেই কি সবাই অপরাধ করেননি?

এই মহলের ধারণা জন্মেছিল, ১৯৯৫ সালে সহজে এসএসসি পরীক্ষা পাস করার শেষ সুযোগ। এ পটভূমিও সকলের জানা। ১৯৯২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক ও টিক মার্কের শুরু হয়। ৫০০ প্রশ্নের প্রশ্ন ব্যাংক হিসাবে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়। বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানান যে এই পুস্তিকার ৫০০ প্রশ্নের বাইরে কোন প্রশ্নই পরীক্ষায় আসবে না।

এছাড়া একটি ভিন্ন সুবিধা ছিল ১৯৯৫ পর্যন্ত। বলা হয়েছিল ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত কোন বিষয়ের পরীক্ষায় উভয়পত্রে পাস করবার দরকার হবে না। দুই পত্র মিলে ৩৩ পেলেই পাস বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ একপত্রে শূন্য এবং অন্যপত্রে ৩৩ পেলেই পাস। পরবর্তী সিদ্ধান্তে এ ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে। বলা হয়েছে ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতি বিষয়ের প্রতি পত্রেই ভিন্নভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

অর্থাৎ অবস্থা দাঁড়াল এমন যে ১৯৯৫ই হবে সহজে পাস করার সর্বশেষ বছর। সুতরাং ছলে বলে কৌশলে এ বছরই পরীক্ষা দিতে হবে। আর এই পটভূমিতে শুরু হল এক ধরনের কার্যকলাপ। অসংখ্য স্কুলের অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা ১৯৯৫ সালের পরীক্ষার্থী। হবার চেষ্টা শুরু করল। শুরু হল অবৈধভাবে রেজিস্ট্রেশন পাবার অপচেষ্টা। সব কিছুই শুরু হল একেবারে প্রকাশ্যে। সকলের চোখের সামনে। হাজার হাজার অষ্টমও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার্থী হিসাবে অবতীর্ণ হল টেস্ট পরীক্ষায়। এই অবৈধ কার্যকলাপ ঠেকাতে এগিয়ে এলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়। রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে নতুন নিয়ম করা হল। বলা হল নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশনের পর ২ বছর পার না হলে পরীক্ষা দিতে পারবে না। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের অবৈধ রেজিস্ট্রেশন ঠেকাবার জন্যও কড়া ব্যবস্থা নেয়া হল।

কিন্তু চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন নির্দেশই কজে এল না। হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে এসএসসি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। নতুন নতুন স্কুল হঠাৎ করে স্বীকৃতি পেতে লাগল। এই সকল স্কুল থেকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা দেবার জন্য টেস্ট পরীক্ষায় বসল।

তবে একথা যে কেউ জানত না তা নয়। সকল মহল এ ঘটনা জানলেও ব্যবস্থা নিতে নিতে পরীক্ষা কাছে এসে গেল। ফলে, পরীক্ষার মাত্র কিছুদিন আগে হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর অনুমতি বাতিল হয়ে গেল।

সাধারণ মানুষ এ ঘটনা জানে না। সাধারণ মানুষের ধারণা এই পরীক্ষার্থীদের সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। বোর্ড সঠিক কাজ করেনি। হাজার হাজার পরিবারকে পথে বসিয়েছে। তাই লক্ষ্য করা গেল কোন কোন এলাকায় সাধারণ মানুষও বোর্ডের এই কাজে ক্ষুব্ধ এবং সাধারণভাবেই তারা এ ব্যাপারে দায়ী করছে বোর্ডকে এবং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে এ ব্যাপারে প্রধানত দায়ী বোর্ড কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ, ছাত্র এবং অভিভাবক এ জন্য কি মোটেই দায়ী নয়?

প্রথমে প্রশ্নটি সরাসরি অভিভাবকদের করা যাক। তারা নিশ্চয়ই জানতেন যে তার সন্তানের এবার পরীক্ষার্থী হবার কথা নয়। তা হলে তিনি কেন এ পথে গেলেন। কেন তার সন্তানকে অপরাধী বানাতে সহায়তা করলেন? তিনি কি কখনও তার বিবেকের কাছে প্রশ্ন করেছেন যে, নিজের সন্তানকে অবৈধপথে ঠেলে দেয় তিনি অন্তত সেই ছেলের কাছ থেকে সম্মান পান না। আর পরবর্তী জীবনে ঐ সন্তান সব কিছুই অবৈধভাবে ভোগ দখল করতে চায়।

এরপরে প্রশ্ন করা যাক, ঐ সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকদের। এই শিক্ষকদের সমজে কিছুটা সম্মান এখনও আছে। তারা নিজেদের মানুষ গড়ার কারিগর বলে দাবি করে থাকেন। দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম করে থাকেন। ঢাকার রাজপথে আন্দোলন করেন। তাদের নেতারা বাছা বাছা চোখা চোখা কথা বলেন। আর এই শিক্ষক নামে পরিচিত একশ্রেণীর নাগরিক কোমলমতি তরুণদের অবৈধ কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। কোনকালে তাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে এ ধরনের শিক্ষক-স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয় না। তাই এই শিক্ষকদের কাছে প্রশ্ন- আপনারাই বলুন এই অপরাধের জন্য আপনাদের কি শাস্তি হওয়া প্রয়োজন?

এর পরে আসে বোর্ডের একশ্রেণীর অসাধু কর্মচারীর কথা। দীর্ঘদিন ধরে বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মচারী পরীক্ষার ব্যাপারে হর্তাকর্তা হয়ে বসেছেন। এদের চাকরি বদলিযোগ্য নয়। বদলির কথা হলে তারা তুলকালাম কান্ড করেন। এদের বদৌলতে বোর্ড অফিসে ঢুকলে টেবিলও কথা বলে। অর্থাৎ এই টেবিলের মানুষকে তুষ্ট করতে না পারলে বোর্ড অফিসে গিয়ে পাত্তা পাওয়া যাবে না। এদের সহযোগিতায় বোর্ড অফিসে যত প্রকার দুর্নীতি ঘটে থাকে এরা। স্কুল সৃষ্টি করে। ছাত্র সৃষ্টি করে। সার্টিফিকেট বানায়। রেজিস্ট্রেশন দেয়। এদের সহযোগিতা না থাকলে অবৈধভাবে কারও পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হতে পারে না। এক সময় এরা পরীক্ষার ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করত। হাজার হাজার টাকা কামাত। কম্পিউটার পদ্ধতি চালু হওয়ায় তারা বিপাকে পড়েছে। অবৈধ আয়ের পথ সীমিত হয়েছে। তাই তারা এখন কম্পিউটারের বিরুদ্ধে লেগেছে। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ নিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। একশ্রেণীর তরুণকে নামিয়েছে কম্পিউটারের বিরুদ্ধে। এদের বিচার কে করবে?

তাই আমি মনে করি, এই পরীক্ষা কলুষমুক্ত করতে হলে অবৈধ পরীক্ষার্থীর অভিভাবক, সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক এবং বোর্ডের অসাধু কর্মচারী এই তিন তরফের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। কাউকে রেহাই দেয়া সঠিক হবে না। অন্যায় করা, অন্যায় কাজে উৎসাহিত করা এবং সহযোগিতা করার জন্য সকলকে অভিযুক্ত করতে হবে। নইলে এ রোগের নিরাময় আদৌ সম্ভব নয়।

সর্বশেষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, দেশের একটি বোর্ডকেই এবার অতিরিক্ত এসএসসি পরীক্ষার্থীর জন্য অভিযুক্ত করা হচ্ছে-তবে কোন একক বোর্ড নয় সকল বোর্ডেই এমন ঘটনা ঘটেছে। সকল বোর্ডেই একই কারণে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন বোর্ডই এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেনি। অর্থাৎ পরীক্ষা নিয়ে দুর্নীতি কোন বোর্ডেই কম না। তাই সকল বোর্ডের এই অসাধু কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

— নির্মল সেন